পিকেএসএফ-এর শুদ্ধাচার বিষয়ক নীতিমালা

২০২২

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন

প্লট: ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

টেলিফোন: ৮৮০-২-৮১৮১৬৫৮-৬১, ৮১৮১১৬৯, ৮১৮১৬৬৪-৯ ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১৮১৬৭১, ৮১৮১৬৭৮

ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org, ওয়েবসাইট: www.pksf-bd.org; ww.facebook.com/PKSF.org

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি উদীয়মান অর্থনীতির দেশ। সরকারের রূপকল্প ২০২১-এ ক্ষুধা, বেকারত্ব, অশিক্ষা, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে; যা বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সুশাসন, স্বচ্ছতা, সততা, জবাবদিহিতা ও নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ডের সম্প্রসারণের সাথে অর্থপ্রবাহও ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭২ সালের ৭৮৬ কোটি টাকার বাজেট ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬,৭৮,০৬৪ কোটি টাকায়। অর্থপ্রবাহের সাথে দুর্নীতির একটি অনভিপ্রেত সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থের প্রবাহ যেখানে যত বেশি, ব্যক্তির দুর্নীতির সুযোগও সেখানে তত বেশি। ব্যক্তিমানুষের অবনমনের সাথে প্রতিষ্ঠানের সেবাপ্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। এর প্রতিরোধে শুদ্ধাচার তথা চরিত্রনিষ্ঠার বিকল্প নেই। এ প্রেক্ষাপটে, রূপকল্প ২০২১-কে সামনে রেখে বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে একটি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) শুরু থেকেই প্রতি বছর শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সফলভাবে এর বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। শুদ্ধাচার কৌশল সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক পিকেএসএফ-এর একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার প্রয়োজন রয়েছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকারি নির্দেশনা অনুসারে পিকেএসএফ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত এই নীতিমালাটি প্রণয়ন করে।

২.০ শুদ্ধাচারের ধারণা

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে শুদ্ধাচার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 'শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়'। এতে আরও বলা হয়, ব্যক্তিপর্যায়ে শুদ্ধাচারের অর্থ হলো কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা। ব্যক্তির সমষ্টিতেই একটি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়; ব্যক্তিসমূহের সম্মিলিত লক্ষ্যই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রতিফলিত হয় (*অনুচ্ছেদ ১.২, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২*)। কাজেই প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উভয় ক্ষেত্রেই শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন রয়েছে। পিকেএসএফ-এর শুদ্ধাচার নীতিমালাটিও দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে- (১) প্রাতিষ্ঠানিক (পিকেএসএফ) ও (২) ব্যক্তি (কর্মকর্তা/কর্মচারী)।

৩.০ পিকেএসএফ-এর শুদ্ধাচার কার্যক্রমের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অনুসরণে পিকেএসএফ-এর শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য প্রণয়ন করা হয়:

রূপকল্প (Vision): সুখী-সমৃদ্ধ ও মানব মর্যাদাপূর্ণ বাংলাদেশ

অভিলক্ষ্য (Mission) : ব্যক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নিষ্ঠা, সততা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণ

৪.০ পিকেএসএফ-এর শুদ্ধাচার নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৪.১ শুদ্ধাচার নীতিমালার লক্ষ্য

ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শুদ্ধাচার তথা চরিত্রনিষ্ঠা বজায় রাখার মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর সেবাপ্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও কার্যকর করা।

৪.২ শুদ্ধাচার নীতিমালার উদ্দেশ্য

শুদ্ধাচার নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে-

৪.২.১ শুদ্ধাচারের গুরুত্ব সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা;

৪.২.২ ব্যক্তিপর্যায়ে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠিত করে প্রতিষ্ঠানেও সে ধারা বজায় রাখা;

৪.২.৩ পিকেএসএফ-কে আরও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

৫.০ পিকেএসএফ-এর শুদ্ধাচার মূলনীতি

পিকেএসএফ-এর শুদ্ধাচার বিষয়ক নীতিমালার মূলনীতিসমূহ হচ্ছে স্বচ্ছতা, সততা, জবাবদিহিতা, দায়িত্বশীলতা এবং অংশগ্রহণ। এ নীতিসমূহের আলোকে বিস্তারিত নীতিমালা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুসরণ: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ অনুসরণ করা;

খ. প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শুদ্ধাচার চর্চা: প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতির উন্নয়ন সাধন, ক্ষেত্রবিশেষে নীতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন এবং নতুন নীতি ও পদ্ধতি প্রবর্তন করার মাধ্যমে পিকেএসএফ পর্যায়ে শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন করা। কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং তাঁদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সার্বিক কার্যকারিতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া;

গ. ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার চর্চা: কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের পিকেএসএফ-এর স্বার্থ পরিপন্থী বা তদ্রূপ অনাকাঙ্ক্ষিত কার্যক্রম হতে বিরত থাকা। কর্মকর্তা/কর্মচারিদের নিজস্ব সততা, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে আন্তরিকতা, মনোযোগ ও বিশ্বস্ততার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করা;

ঘ. শুদ্ধাচার চর্চায় উদ্বুদ্ধকরণ: পিকেএসএফ-এ শুদ্ধাচার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গঠিত নৈতিকতা কমিটির কার্যকর ভূমিকা পালন করা। এই কমিটি কর্তৃক কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের ব্যাপারে সুপারিশ করা, শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের অবহিতকরণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং মাঠ পরিদর্শনকালীন পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের শুদ্ধাচার কার্যক্রম উৎসাহিত করা;

ঙ. পিকেএসএফ-এর চাকরি বিধিমালা মোতাবেক আচরণবিধি অনুসরণ: শুদ্ধাচার চর্চার অংশ হিসেবে পিকেএসএফ-এর চাকরি বিধিমালা ২০১৪ (জুলাই ২০১৫ পর্যন্ত সংশোধিত) যথাযথভাবে অনুসরণ করা;

চ. শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ: পিকেএসএফ-এর ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবাবক্স হালনাগাদ করা, ওয়েবসাইট বা তথ্য বাতায়নে সংযোজিত সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ হালনাগাদ করা, ওয়েবসাইটে বিভিন্ন নির্দেশিকা হালনাগাদ করে তা প্রকাশের উদ্যোগ এবং দাপ্তরিক কাজে বিভিন্ন আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া;

ছ. শুদ্ধাচার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন: প্রতিবছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা নিয়মিতভাবে প্রণয়নের পর তা বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অব্যাহত রাখা।

৬.০ শুদ্ধাচার নীতিমালা প্রয়োগ

পিকেএসএফ-এর মূল কাঠামো এবং প্রকল্পের সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারী এ নীতিমালার আওতাভুক্ত হবে। নীতিমালাটি সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করা হবে।

৭.০ শুদ্ধাচার নীতিমালা বাস্তবায়ন কৌশল

৭.১ নৈতিকতা কমিটি

পিকেএসএফ-এ শুদ্ধাচার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গঠিত নৈতিকতা কমিটি একজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সভাপতিত্বে পরিচালিত হবে; সদস্যগণের মধ্যে একজন সদস্য সচিব ও বাকিরা সদস্য হিসেবে থাকবেন। প্রতি কোয়ার্টারে পিকেএসএফ-এর নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন করা হবে। সেই সভাসমূহের কার্যবিবরণী ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট উপস্থাপন করা হবে। নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা অনুসরণ করে পিকেএসএফ-এর শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ/শাখা/কমিটি বা কর্মকর্তা কর্তৃক স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করা। দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ/শাখা/কমিটি বা কর্মকর্তার কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতি

কোয়ার্টারের সর্বশেষ কার্যদিবসের মধ্যে নৈতিকতা কমিটির সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণ করা। প্রতি বছর শুদ্ধাচার বিষয়ক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং তা পিকেএসএফ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

৭.২ শুদ্ধাচার চর্চার সাধারণ ক্ষেত্রসমূহ

ক. রাষ্ট্রের ও নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্ব পালনে শুদ্ধাচার চর্চা

(i) জনগণ, রাষ্ট্র ও বহির্বিশ্ব সম্পর্কিত যে সকল বক্তব্য বা বিবৃতি কোনো পক্ষের অসন্তোষ সৃষ্টি করতে পারে, সেরূপ বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান বা আলোচনা হতে বিরত থাকবেন। কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ কোনো দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা এবং এরূপ কর্মকাণ্ডে আর্থিক সম্পৃক্ততা বা সহায়তা প্রদান করা থেকে বিরত থাকবেন। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনোরূপ গুজব, কুৎসা রটানো বা এ জাতীয় ইন্ধন যোগান দেয়া হতে বিরত থাকবেন।

(ii) কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ বিদেশ ভ্রমণকালীন অথবা সহযোগী সংস্থা পরিদর্শনকালে পিকেএসএফ কিংবা বাংলাদেশের সুনাম ক্ষুণ্ন করে এমন আচরণ হতে বিরত থাকবেন। পিকেএসএফ কর্তৃক গঠিত কোনো কমিটি বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অথবা তদন্ত কাজে বা সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ থাকবেন এবং সঠিক তথ্য দিয়ে সহায়তা করবেন।

(iii) বিধান অনুসারে পিকেএসএফ-এর আয় ও সম্পদ বিবরণী নিয়মিতভাবে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা।

(iv) পিকেএসএফ-এর সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন, অফিস প্রাঙ্গণে স্থাপন এবং বাস্তবায়ন ।

খ. দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড ও শিষ্টাচার সম্পর্কিত শুদ্ধাচার চর্চা

(i) কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে যথাযথ কারণ ছাড়াই কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী কাজে অনুপস্থিত থাকতে বা কর্মস্থল ত্যাগ করতে বা অর্পিত দায়িত্ব পালন হতে বিরত থাকতে পারবেন না এবং কোনো সহকর্মীকে কর্মস্থলে উপস্থিত হতে বা দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করতে পারবেন না।

(ii) কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ স্বজনপ্রীতি, অন্যের ক্ষতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, পক্ষপাতমূলক কাজ বা আচরণ, অহেতুক বা অসৎ উদ্দেশ্যে বদলি বা চাকুরিচ্যুতির হুমকি প্রদান, সহকর্মীকে দিয়ে ব্যক্তিগত কাজ করানো, সহকর্মীর প্রতি অপমানজনক আচরণ, সহকর্মীর কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, সহকর্মীকে ভীতি প্রদর্শন, ইত্যাদি হতে বিরত থাকবেন। নারী সহকর্মীদের প্রতি শিষ্টাচার পরিপন্থি কোনো ভাষা প্রয়োগ বা বিব্রতকর ও সামাজিকভাবে অশোভনীয় আচরণ, মন্তব্য বা ইঙ্গিত করবেন না। কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ নারী সহকর্মীর প্রতি যৌন হয়রানি রোধকল্পে পিকেএসএফ-এর এতদ্বিষয়ক নীতিমালার অনুসরণ করবেন। কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ পরস্পরের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সকলে শ্রদ্ধাশীল আচরণ করবেন।

(iii) মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা অনুসরণ করে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা/কর্মচারিদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা, শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের অবহিতকরণে প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং মাঠ পরিদর্শনকালীন পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের শুদ্ধাচার কার্যক্রম উৎসাহিত ও পর্যবেক্ষণ করা।

(iv) পদবি নির্বিশেষে সকলের প্রতি সৌজন্যমূলক ও ভদ্রোচিত আচরণ করা।

গ. আয়-ব্যয়, সম্পদ, অর্থ, ব্যবসায়িক লেনদেন এবং উপহার সংক্রান্ত বিধিনিষেধ চর্চা

(i) কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ বিধানানুসারে আয় ও সম্পদ বিবরণী নিয়মিতভাবে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কাছে জমাদান করবেন।

(ii) পিকেএসএফ-এর কোনোরূপ সম্পদ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার বা কোনো কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর অর্থ বা সম্পত্তি অসদুপায় অবলম্বন করে চুরি, জালিয়াতি, ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করবেন না এবং তদ্রূপ কাজে অন্যকেও উৎসাহিত করবেন না। কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ সহকর্মীকে সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ঋণ প্রদানে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ করবেন না। সহযোগী সংস্থা হতে যে কোনো ধরনের (নিজ নামে/স্ত্রীর নামে/আত্মীয়-স্বজনের নামে) ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী জামিনদার বা সুপারিশকারী হতে পারবেন না। কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ পিকেএসএফ-এর সাথে সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ বা ধার প্রদান বা গ্রহণ করতে পারবেন না। সহকর্মীদের নিকট হতে সুদের বিনিময়ে কোনো অর্থ লেনদেন করতে পারবেন না।

(iii) কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে কর্মকর্তা/কর্মচারী অন্য কোনো চাকরি বা সরাসরি কোনো প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবেন না।

(iv) কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যগণ কোনো সহযোগী সংস্থা বা পিকেএসএফ-এর কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে পিকেএসএফ-এর অনুমতি ব্যতিরেকে উপহার বা আর্থিক/অ-আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবেন। তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এরকর্মকর্তা/কর্মচারী দেশি বা বিদেশি পদক/ক্রেস্ট গ্রহণ করতে পারবেন।

(v) পিকেএসএফ-কে বিব্রত/প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনো ব্যবসায় কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ বিনিয়োগ করতে পারবেন না। কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ ফটকা কারবারে বিনিয়োগ অথবা পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমকে প্রভাবান্বিত করে বা দাপ্তরিক কাজে বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন এমন কোনো বিনিয়োগ করা হতে বিরত থাকবেন।

৭.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সহায়তায় শুদ্ধাচার

পিকেএসএফ-এর ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স স্থাপন ও হালনাগাদ করা। পিকেএসএফ-এর ওয়েবসাইটে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদ করা। তথ্য বাতায়নে সংযোজিত সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ হালনাগাদ করা। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা। দাপ্তরিক কাজে অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম-এর ব্যবহার করা।

৮.০ বিবিধ

পিকেএসএফ-এ কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এ নীতিমালার আওতাভুক্ত হবেন। এ নীতিমালাটি শুধু উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এটি সংশ্লিষ্ট সবক্ষেত্রে প্রতিপালিত হবে। এ নীতিমালা বাস্তবায়নে কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ-এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৯.০ রেফারেন্স

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১২), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২, ঢাকা: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (২০১৪), চাকরি বিধিমালা ২০১৪, ঢাকা: পিকেএসএফ

তারিখ: ২২ জুন ২০২২

(ড. নমিতা হালদার এনডিসি)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক